আমাদের সময়

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...12... কলাম ...2...

৫৩ বছর ধরে বেদখল বুয়েটের জমি

খাজনা দিচ্ছে বুয়েট প্রশাসন, দখলে সিটি করপোরেশন ও প্রভাবশালীরা

সানাউল হক সানী ●

দলিল-দস্তাবেজে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নামেই জমি। নিয়মিত খাজনাও পরিশোধ করছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। এর পরও ৫৩ বছর ধরে ২ একর ৩২ শতাংশ (প্রায় আড়াই একর) জমির দখল নিতে পারছে না বুয়েট প্রশাসন। উল্টো অবৈধ দখলদাররাই হাইকোর্টে রিট ও মামলা দায়ের করেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দা, রাজনৈতিক নেতা ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এই জায়গাগুলো ভোগ করছে বলে জানা গেছে।

বুয়েটের এস্টেট অ্যান্ড লিগ্যাল অফিস সূত্রে জানা যায়, বুয়েটের মোট জমির পরিমাণ ৮৪ একর ৯২ শতাংশ। এর এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

৫৩ বছর ধরে বেদখল বুয়েটের জমি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মধ্যে সরকারের কাছ থেকে লালবাগ মৌজায় বরাদ্দ ও মূল্য পরিশোধ সূত্রে প্রায় ৪৩ দশমিক ৩৮ একর জমি রয়েছে। এ মৌজার ২ একর ৩২ শতাংশ জমি কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া। বেদখল জমিগুলো হচ্ছে– আজাদ এলাকার এক একর ৭১ শতাংশ, সুইপার কলোনির ৩৩ শতাংশ এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন বালুর মাঠের ২৮ শতাংশ জমি।

তবে এস্টেট অফিস জানিয়েছে, আজাদ এলাকার এক একর ৭১ শতাংশ জমি তারা বুঝে পেয়েছে। পিডব্লিউডি গত মার্চে তাদের এই জমি বুঝিয়ে দেয় এবং সৈখান থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে। তবে বুঝে পেলেও জমিতে এ পর্যন্ত পুরোপুরি হস্তক্ষেপ করতে পারছে না বুয়েট কর্তৃপক্ষ। বুয়েট কর্তৃপক্ষ জমিটি বুঝে পাওয়ার আগে আজাদ এলাকার ওই জমিতে সরকারের চারটি শেড ছিল। এগুলোর মধ্যে ৪২ ও ৪৩ নং শেডে মোট ২৬টি কক্ষে ১০৪টি সিট আর ৪৪ ও ৪৫ নং শেডে ১৮টি পরিবার বসবাস করত। ৪২ ও ৪৩ নং শেডে থাকত বহিরাগত অবৈধ দখলদাররা। তাদের পিডব্লিউডি উচ্ছেদ করেছে। আর ৪৪ ও ৪৫ নং শেডে থাকত সরকারের গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তারা এখন পর্যন্তও ওই জমিতেই অবস্থান করছেন।

বুয়েট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সরকারের ওই কর্মকর্তাদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারের প্রশাসন। অচিরেই তাদের অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হবে। তবে সুইপার কলোনির ৩৩ শতাংশ এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন বালুর মাঠের ২৮ শতাংশ জমি এখনো বুয়েট কর্তৃপক্ষের নাগালের বাইরে রয়েছে। আর এই জমিগুলো তারা কবে বুঝে পাবে সেটা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। পূর্ব পলাশীর সিএস ৪৪ দাগের ৩৩ শতাংশ জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ দখলদার আর বুয়েট কর্তৃপক্ষের মধ্যে হাইকোর্টে রিট চলছে। স্থানীয়ভাবে এ এলাকাটি সুইপার কলোনি নামে পরিচিত। ১৯৬৭ সালেই এই এলাকাটি বুয়েটকে বরাদ্দ দেয় সরকার। বুয়েট কর্তৃপক্ষ জমির মূল্যও পরিশোধ করে। তাৎক্ষণিকভাবে জমির প্রয়োজন না থাকায় কর্তৃপক্ষ তখন ওই জমি দখলে নেয়নি। এরই মধ্যে এই জমি শেখ বেলাল নামে একজন দখল করে নেয়। তিনি তখনকার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িচালক ছিলেন। কর্তৃপক্ষ এ জমির দখল নিতে গেলে তিনি দাবি করেন, ম্যাজিস্ট্রেট তাকে এ জমি লিজ দিয়েছেন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মামলা চলে। ইতোমধ্যে বেলাল মারা গেলেও তার উত্তরাধিকারী ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মামলাটি নিয়ে লড়ছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, তারা একজোট হয়ে জমির দখল নিতে পৃথক পৃথকভাবে বুয়েট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। যাতে একপক্ষ হারলে অপর পক্ষ মামলা চালিয়ে যেতে পারে এবং জমির ভোগদখল অব্যাহত রাখতে পারে। দুইবার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের উদ্যোগ নিলেও প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়ে যায়। এ এলাকায়ও মাদক সেবন ও ব্যবসার সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বালুর মাঠটিও বুয়েট কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সালে এ জমি সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। এক সময় ২৮ শতাংশের এ জমির পুরোটাই পুকুর ছিল। পরে বুয়েট কর্তৃপক্ষ বালু দিয়ে পুকুরটি ভরাট করলে স্থানীয়দের কাছে এ জায়গাটি বালুর মাঠ নামেই পরিচিত। মাঠের চারপাশে সীমানা দেয়ালও নির্মাণ করে কর্তৃপক্ষ। এ খাসজমির নির্ধারিত মূল্য ও খাজনাও বুয়েট কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করে আসছে। কিন্তু এ মাঠ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নিজেদের সম্পদ বলে দখল করে নেয়। বর্তমানে এই মাঠে ঈদের নামাজ ও রাজনৈতিক নেতাদের মিছিল-মিটিং হয় বলে জানা গেছে।

বুয়েটের রেজিস্ট্রার অফিস ও প্রধান প্রকৌশলীর অফিস সূত্রে জানা যায়, ১৯৬২ সালে তখনকার সরকার পূর্ব পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অর্থাৎ বর্তমান বুয়েটকে লালবাগ মৌজায় ৪৩ একর ৩ শতাংশ জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৬ একর ১৫ শতাংশ জমি গণপূর্ত বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। এ জমির মূল্য বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪৩ লাখ ৭২ হাজার টাকা সরকারকে পরিশোধ করেছিল। তবে পুরো জমি একবারে হস্তান্তর করা হয়নি। আজাদ কলোনির জমি হস্তান্তর করা হলেও এ পর্যন্ত সুইপার কলোনির জমি ও সিটি করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন বালুর মাঠের জমি হস্তান্তর করা হয়নি।

এদিকে জমি দখলমুক্ত না হওয়ায় বুয়েট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে প্রায় ৯ হাজার শিক্ষার্থী বুয়েটে পড়াশোনা করছেন। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী হলে থাকেন। চাহিদা থাকলেও পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় আবাসন সুবিধা বাড়াতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। হল নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা করলেও উপযুক্ত জায়গা খুঁজে না পাওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

বুয়েটের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক একেএম মাসুদ বলেন, বেদখল জমিগুলো দখলে নিতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জমিগুলো নিয়ন্ত্রণে না আনায় আমরা নতুন কোনো ভবন নির্মাণ করতে পারছি না। এতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের খোলামেলা ও নান্দনিক পরিবেশও।

বুয়েটের ভিসি অধ্যাপক ড. খালেদা একরাম বলেন, বেদখলকৃত জমির মধ্যে পলাশীর ডি-ব্লকের জমি আমরা বুঝে পেয়েছি। তবে সুইপার কলোনি ও ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পাশে বালুর মাঠ নিয়ে এখনো লড়ে যাচ্ছি। এতে অনেক জটিলতা রয়েছে বলে তিনি জানান।